প্রবল শৈত্যপ্রবাহে কাঁপছে উত্তর ভারত, ঘন কুয়াশায় বাতিল ২৮ ট্রেন

নয়াদিল্লি, ৭ জানুয়ারি : কাশ্মীরে তুষারপাত শুরু হয়েছে। পশ্চিমী ঝঞ্ঝা উধাও। ফলে শৈত্যপ্রবাহের সবরকম অনুকূল পরিস্থিতি বিদ্যমান। ঘন কুয়াশা আর প্রবল শৈত্যপ্রবাহে উত্তর ভারত এখন কাঁপছে। কুয়াশার ফলে উত্তর ভারত, পাঞ্জাব ও হরিয়ানায় শৈত্যপ্রবাহ চলছে। অন্যদিকে কাশ্মীরেও শুরু হয়ে গেছে তুষারপাত। শনিবার লে থেকে লাদাখ, জম্মু ও কাশ্মীরের সবচেয়ে উঁচু এই দু'টি অঞ্চলের তাপমাত্রা ছিল -১৫.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। শ্রীনগরের তাপমাত্রা কমে হয় -১.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। অন্যদিকে গুলমার্গে তাপমাত্রা নেমে গেছে-৯.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। ফলে বিদেশি পর্যটকরা গুলমার্গে ভিড় জমাচ্ছেন। তুষারপাত দেখতে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ভ্রমণপিপাসু মানুষ ভিড় জমাচ্ছেন প্রবল ঠান্ডায় গুলমার্গে।

কাশ্মীর এখন 'চিল্লাই-কালান'-এর কবলে। প্রতি বছর শীতকালে ৪০ দিন সাধারণত এই ঠান্ডার কবলে থাকে উপত্যকা। ফলে তাপমাত্রা যতদূর সম্ভব কমে যায়, শুরু হয় প্রবল তুষারপাত। জম্মু ও কাশ্মীরে তুষারপাত শুরু হলেই উত্তর-পূর্ব ভারতে চলে যায় শৈত্যপ্রবাহের কবলে। অন্যবারের মতো এবারও হিমাচল প্রদেশের বিভিন্ন শহরের তাপমাত্রা -১৫ থেকে -২২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে ঘোরাফেরা করছে। ফলে সর্বত্রই লেক, ঝর্না ও জলপ্রপাতগুলি জমে বরফ হয়ে গিয়েছে। হরিয়ানা ও আম্বালায় তাপমাত্রা নেমে এসেছে ৫.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। হিসারে শনিবার তাপমাত্রা ছিল ২.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। উত্তর প্রদেশেও এখন প্রবল ঠান্ডা। রাজ্যজুড়ে চলছে শৈত্যপ্রবাহ। ফলে বাতিল করতে হয়েছে ২৮টি ট্রেন। দীর্ঘ প্রায় চলছে ৩৬টি ট্রেন। বেরিলিতে এদিন তাপমাত্রা ছিল ২.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে। রাজস্থানের উত্তরাংশেও ছিল রবিবার শৈত্যপ্রবাহ। রাজস্থানের শ্রীগঙ্গানগর ছিল শীতলতম জায়গা। সেখানে তাপমাত্রা নেমে আসে ১.৯ ডিগ্রি সেলসিয়াসে।

কাশ্মীরে জঙ্গিরাজের অবসান ঘটাতে মোদীর পেশী এবং সেনার ব্যবহার ব্যর্থ : চিদম্বরম

নয়াদিল্লি, ৭ জানুয়ারি : কাশ্মীর উপত্যকায় শান্তি ফেরাতে কেন্দ্র ব্যর্থ হয়েছে বলে রবিবার মন্তব্য করেছেন প্রবীণ কংগ্রেস নেতা ও প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পি চিদম্বরম। তাঁর দাবি, রাজ্যে জঙ্গিরাজের অবসান ঘটাতে মোদী সরকারের কঠোর নীতি বা পেশী এবং সেনার ব্যবহার কোনও কাজেই এল না। রীতিমতো পরিসংখ্যান দিয়ে চিদম্বরম দেখিয়েছেন, ২০১৪ থেকে ২০১৭ সালের মধ্যে জম্মু ও কাশ্মীরে নিরীহ মানুষের মৃত্যুর হার কীভাবে লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়েছে।

এই প্রসঙ্গে তিনি এনডিএ সরকারের প্রথম দফার প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী এবং ইউপিএ সরকারের দু'দফার প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংয়ের ভূয়সী প্রশংসা করে বলেছেন, তাঁরা দু'জনেই উপত্যকার সমস্যা সমাধানে যথেষ্ট পরিশ্রম করেছেন। এই পরিশ্রমের মাধ্যমে তাঁরা সমাধানের পথ খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছেন। অথচ মোদী সরকার পেশীর ব্যবহার করে এবং সামরিক শক্তির সাহায্যে এই সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করেছে যা আদৌ কোনও কাজে আসেনি, বরং ব্যর্থ হয়েছে বলা যায়। প্রসঙ্গত, শনিবার টহলদারির কাজে ব্যস্ত থাকার সময় ৪ পুলিশ কর্মী নিহত হয়েছেন বিস্ফোরণে। সোপর শহরের একটি বাজারের কাছে জঙ্গিরা এই বিস্ফোরণ ঘটায়। জনবহুল এই বাজারে সে সময় টহলদারির কাজ করছিলেন ওই চার পুলিশ কর্মী। চিদম্বরমের দাবি, ইউপিএ আমলে ওই অঞ্চলে যথেষ্ট শান্তি ছিল। কিন্তু এখন অস্থিরতা প্রবল আকার নিয়েছে। ২০১৫ সালের পর কাশ্মীরে এই প্রথম ইমপ্রোভাইসড এক্সপ্লোসিভ ডিভাইস নিয়ে আক্রমণ করেছে জঙ্গিরা। অথচ কংগ্রেস শাসনে এ ধরনের আক্রমণ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

এছাড়া উত্তর কাশ্মীরের একটি শহরেও শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষার কাজে নিযুক্ত ভারতীয় রিজার্ভ পুলিশের ৩ নম্বর ব্যাটেলিয়নের ৪ কর্মীকে ইমপ্রোভাইসড এক্সপ্লোসিভ ডিভাইসের বিস্ফোরণ ঘটিয়ে হত্যার চেষ্টা করা হয়। উত্তর কাশ্মীরে এই সময় বিচ্ছিন্নতাবাদীদের মদতে ধর্মঘট চলছিল। সেই ধর্মঘটের সময় পাহারার কাজে নিযুক্ত কর্মীদেরই আইইডি বিস্ফোরণ ঘটিয়ে হত্যা করে জঙ্গিরা। প্রায় একই ঘটনা ঘটেছে বছরের শেষ দিনটিতেও। দক্ষিণ কাশ্মীরের

পুলওয়ামা জেলায় সিআরপিএফ-এর ৫ জওয়ানকে হত্যা করেছে জঙ্গিরা। পুলওয়ামার সিআরপিএফ ক্যাম্পে ভোর হওয়ার আগেই সশস্ত্র জঙ্গিরা এই আক্রমণ চালায়। জঙ্গিরা যে প্রত্যেককেই ভালরকমভাবে অস্ত্রে সজ্জিত ছিল তা বোঝা গেছে।

একের পর এক পরিসংখ্যান দিয়ে প্রাক্তন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী দাবি করেছেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও বিজেপি সবসময় এমন ভান করেন, যেন তারাই কাশ্মীর সমস্যার সমাধান করে ফেলেছেন। কিন্তু ঘটনাটি যে আদৌ ঠিক নয়, তা এইসব টুকরো টুকরো ঘটনা জোড়া লাগালেই বোঝা যায়। চিদম্বরমের এই আক্রমণ নিয়ে বিজেপি সরাসরি কোনও মন্তব্য করেনি। তবে দলের এক সদস্য বলেছেন, মোদীর সাফল্যে ঈর্ষান্বিত হয়েই চিদম্বরম এখন একথা বলছেন। প্রধানমন্ত্রী কাশ্মীর সমস্যা সমাধানে যথেষ্ট আন্তরিক।

সারা দেশে ৮, ৫০০ রেলস্টেশনে ওয়াই-ফাই সুবিধা

নয়াদিল্লি, ৭ জানুয়ারি : রেল মন্ত্রক ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় সরকারের বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রীর 'ডিজিটাল ইন্ডিয়া' তৈরিতে বিশেষভাবে এগিয়ে এসেছে। ইতিমধ্যেই দেশের একাধিক রেলস্টেশনে চালু হয়ে গেছে ওয়াই-ফাই ব্যবস্থা। এবার কেন্দ্রীয় সরকার দেশের ৮, ৫০০ রেল স্টেশনে ওয়াই-ফাই ব্যবস্থা চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আনুমানিক খরচ ধরা হয়েছে ৭০০০ কোটি টাকা। রেল মন্ত্রকের এক প্রবীণ মুখপাত্র সাংবাদিকদের একথা জানিয়েছেন। বর্তমানে দেশের ২১৬টি প্রধান গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনে এই ওয়াই-ফাই ব্যবস্থা চালু আছে। এর ফলে ৭০ লক্ষ রেল যাত্রী বিনামূল্যে ইন্টারনেট সুবিধা পাচ্ছেন। প্রতিদিনের কাজে ইন্টারনেটের ব্যবস্থা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে বিবেচনা করে রেল মন্ত্রক দেশের সব রেল স্টেশনে ওয়াই-ফাই সুবিধা দেওয়ার পরিকল্পনা করেছে। সম্প্রতি এক বৈঠকে প্রাথমিকভাবে ১২০০ স্টেশনকে এজন্য চিহ্নিত করা হয়েছে।

রাজধানী দিল্লিতে শীতের সকালে ঘন কুয়াশার মধ্যেই স্কেইট করছে তিন কিশোর।

আরজেডি সুপ্রিমো লালুপ্রসাদের জেল নিয়ে ক্রুদ্ধ বিজেপি সাংসদ শত্রুঘ্ন

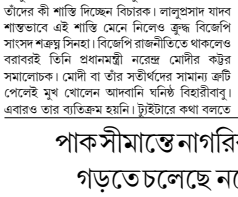

রাঁচি/পাটনা, ৭ জানুয়ারি : রাঁচির স্পেশাল সিবিআই কোর্টে আরজেডি সুপ্রিমো লালুপ্রসাদ যাদবের শাস্তি ঘোষণা করেছে। ২ দিন নানা কারণে পিছিয়ে যায় শাস্তিদান। শুক্রবার কনফারেন্স রুমে দাঁড়িয়ে লালুপ্রসাদ ও অন্য ১৪ অভিযুক্ত নিজেরাই শোনেন তাঁদের কী শাস্তি দিচ্ছেন বিচারক। লালুপ্রসাদ যাদব শান্তভাবে এই শাস্তি মেনে নিলেও ক্রুদ্ধ বিজেপি সাংসদ শত্রুঘ্ন সিনহা। বিজেপি রাজনীতিতে থাকলেও বরাবরই তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কট্টর সমালোচক। মোদী বা তাঁর সতীর্থদের সামান্য ত্রুটি পেলেই মুখ খোলেন আদবাদি ঘনিষ্ঠ বিহারীবাবু। এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি। ট্যুইটারে কথা বলতে গিয়ে শত্রুঘ্ন সিনহা নরেন্দ্র মোদীর তীব্র সমালোচনা করে বলেছেন, এই রায়ে তিনি হতাশ। অন্যদিকে সিনহা ধারাবাহিক ট্যুইট করে আরজেডি সুপ্রিমোকে জনগণের নেতা বলে ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। তিনি দাবি করেছেন, সম্ভবত উচ্চতর আদালত লালুপ্রসাদকে খুব শীঘ্রই মুক্তি দেবে।

তবে লালুর পক্ষে মুখ খোলার সঙ্গে রাজনীতির কোনও যোগ নেই বলেও দাবি করে শত্রুঘ্ন বলেছেন, লালুপ্রসাদ তার পারিবারিক বন্ধু। এই ইস্যুতে কোনওরকম রাজনৈতিক যোগাযোগের কথা উড়িয়ে দিয়ে সোজাসুজি বলেছেন, সরকারের কাছে কোনওরকম দরবার করা বা অর্থসাহায্য নেওয়ার মতো ঘটনাকে তিনি আদৌ গুরুত্ব দেন না। বরং তিনি বিশ্বাসী স্বাস্থ্যকর রাজনীতিতে। রাজনৈতিক প্রতিশোধ নেওয়ায় বিশ্বাসী নন বলেই রাঁচিতে লালুপ্রসাদের বিরুদ্ধে যে রায় দেওয়া হয়েছে তাতে বিস্মিত তিনি। ধারাবাহিক ট্যুইটের শেষটিতে বিহারীবাবু মনখারাপ হয়ে যাওয়া পরিবারের প্রতি সাধারণভাবে এবং বিশেষ করে তাঁর দুই ছেলে দলীয় সমর্থকদের আশা, ভরসা জুগিয়েছেন।

হিংসা না ছড়িয়ে বরং পদ্ম ফোটান, ত্রিপুরায় শাহ

আগরতলা, ৭ জানুয়ারি : ভারতীয় জনতা পার্টি ত্রিপুরায় পুরোদমে নির্বাচনী প্রচার শুরু করে দিল। ২০১৮তে আরও কয়েকটি রাজ্যের সঙ্গে বামশাসিত ত্রিপুরাতেও এবার নির্বাচন। সেখানে বিজেপির সঙ্গে বামশাসিত দলগুলির প্রবল টক্করের আগাম ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে বিভিন্ন সমীক্ষায়। বিজেপি সভাপতি অমিত শাহ রবিবার ত্রিপুরায় এক জনসভায় ভাষণ দিতে গিয়ে মানিক সরকার পরিচালিত বাম সরকারকে তীব্র আক্রমণ করেন। প্রবল ঠান্ডার মধ্যে আগরতলায় আয়োজিত সমাবেশটি বহরে যথেষ্টই বড় ছিল। সমাবেশে মানুষের হাজিরা দেখে রীতিমতো উল্লসিত শাহ বামশাসিত রাজ্য সরকারকে রীতিমতো ধমকি দিয়ে বলেন, কোনও হিংসার কাছে নতিস্বীকার করবে না বিজেপি। হিংসা নিয়ে এখানে অনেক জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে, আর নয়। সভায় হাজির মানুষের উদ্দেশে তিনি বলেন, হিংসা ছড়ানোতে বাধা না দিয়ে আপনারা বরং পদ্ম ফোটান। রাহুল গান্ধি বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করতে না পারার অভিযোগ করেন। ত্রিপুরায় এদিন শাহ একই অভিযোগ করেছেন বামশাসিত সরকারের বিরুদ্ধে। ত্রিপুরায় ৩৭ লক্ষ মানুষের বাস। এর মধ্যে ৭ লক্ষ তরুণ-তরুণী চাকরিপ্রার্থী। স্বাস্থ্য ও শিক্ষার সুযোগসুবিধাও এখানে অপ্রতুল। গত ২৫ বছর ধরে ক্ষমতায় থেকে সিপিআইএম মানুষকে এই উপহার দিয়েছে। শাহ প্রশ্ন তোলেন, সিপিআইএমে যারা বলেন, মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার অত্যন্ত ভাল মানুষ তাদের কাছে প্রশ্ন, তিনি যদি ভালই হবেন, তবে রাজ্যের মানুষ কেন ভাল অবস্থায় নেই?

জেলে লালুপ্রসাদের দৈনিক আয় ৯৩ টাকা

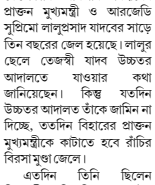

রাঁচি, ৭ জানুয়ারি : পশুখাদ্য কেলেঙ্কারি মামলায় বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও আরজেডি সুপ্রিমো লালুপ্রসাদ যাদবের সাড়ে তিন বছরের জেল হয়েছে। লালুর ছেলে তেজস্বী যাদব উচ্চতর আদালতে যাওয়ার কথা জানিয়েছেন। কিন্তু যতদিন উচ্চতর আদালত তাঁকে জামিন না দিচ্ছে, ততদিন বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে কাটাতে হবে রাঁচির বিরসা মুণ্ডা জেলে।

এতদিন তিনি ছিলেন বিচারাধীন বন্দি। কিন্তু এবার তাঁর শাস্তি ঘোষণা হয়ে গেছে। ফলে জেলে লালুর জন্য নির্দিষ্ট কাজেরও ব্যবস্থা করতে হচ্ছে জেল কর্তৃপক্ষকে। সম্ভবত বিরসা মুণ্ডা জেলে লালুপ্রসাদ যাগানের মালি হিসেবে কাজ করবেন। এই কাজের জন্য দৈনিক বরাদ্দ ৯৩ টাকা। ইতিমধ্যে লালু ট্যুইটারে নিজের শাস্তি সম্পর্কে খোলামেলা কথা বলেছেন। এছাড়া একটি খোলা চিঠিও লিখেছেন তিনি। হিন্দিতে লেখা এই চিঠিতে বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, এই শাস্তি কোনওভাবেই তাঁর মধ্যে কোনও রাজনৈতিক পরিবর্তন আনতে পারবে না। কারণ ধর্মনিরপেক্ষতার যে রাজনৈতিক আদর্শে তিনি বিশ্বাসী, তার সঙ্গে সমঝোতা করা কখনও সম্ভব নয়। দলিত এবং অনগ্রসর শ্রেণির জন্য তিনি লড়াই চালিয়ে যাবেন। এই খোলা চিঠিতেই তিনি বিজেপি ও আরএসএসকে তীব্র আক্রমণ করেছেন। আরএসএসকে করেছেন মনুবাদীর দল। পৃথক একটি ট্যুইটে বিজেপি যে নানারকম তুকতাক ও যাদুবিদ্যায় বিশ্বাসী, সেই অভিযোগ করেছেন। বিজেপিতে যোগ দিলেই সব শাস্তি মকুব হয়ে যাবে, এই সহজ সোজা তত্ত্ব উড়িয়ে দিয়ে লালুপ্রসাদ বলেছেন, তিনি বরং আজীবন সামাজিক ন্যায়, ঐক্য ও সমতার জন্য লড়াই করে মৃত্যুকে বরণ করতে চান। লালুর শান্তি নিয়ে তাঁর পরিবার এবং দলীয় সদস্যরাও বিজেপি ও জনতা দল (সংযুক্ত)কে তীব্র আক্রমণ করেছেন।

প্রধানমন্ত্রীর ছবি রাখতে অস্বীকার করেনি উত্তরাখণ্ডের মাদ্রাসাগুলি : দাবি মাদ্রাসা বোর্ডের

দেরাদুন, ৭ জানুয়ারি : রাজ্যজুড়ে মাদ্রাসাগুলি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ছবি রাখতে অস্বীকার করেছে, এই অভিযোগ উড়িয়ে দিল উত্তরাখণ্ড মাদ্রাসা এডুকেশন বোর্ড (ইউএমইবি)। তারা দাবি করেছে, সরকারি নির্দেশ মেনে মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে প্রধানমন্ত্রীর ছবি রাখায় কোনও সমস্যা নেই। ইসলাম অনুসারে মাদ্রাসার প্রেয়ার রুমে কোনও জীবন্ত মানুষের ছবি টাঙানো যায় না। প্রেয়ার রুম ছাড়া অন্য যে কোনও জায়গাতেই প্রধানমন্ত্রীর ছবি রাখা যেতে পারে। কাজেই কোনও মাদ্রাসারই এই সমস্যা নেই বলে দাবি করেছেন বোর্ডের ডেপুটি রেজিস্ট্রার আখলাক আহমেদ আনসারি।

মাদ্রাসা এডুকেশন বোর্ড তাদের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ উড়িয়ে দিলেও উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী টি এস রাওয়াত এবং রাজ্যের মাইনরিটি ওয়েলফেয়ার ডাইরেক্টরেটের অধিকর্তার মন্তব্যে এ নিয়ে ধোঁয়াশা রয়ে গেছে। গত সপ্তাহের শেষ দিকে উত্তরাখণ্ডের মাদ্রাসাগুলি প্রধানমন্ত্রীর ছবি টাঙাতে চায় না বলে খবরটি জানাজানি হয়। তারপরই রাজ্যের নবনিযুক্ত বিজেপি মুখ্যমন্ত্রী ত্রিবেন্দ্র সিং রাওয়াত এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করেন। 'রক্ষণশীলতা'র খোলস ছেড়ে বেরিয়ে আসার জন্য তিনি তাদের পরামর্শ দেন। রাওয়াত পরিষ্কার জানান, সমস্ত সরকারি প্রতিষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর ছবি রাখা বাধ্যতামূলক। এজন্য তাদের সাহায্যও দেওয়া হয়। সরকারের কাছ থেকে সাহায্য নিলে কোনও মাদ্রাসারই উচিত নয়, নিজেদের রক্ষণশীলতাকে বজায় রাখা।

এদিকে উত্তরাখণ্ডের মাইনরিটি ওয়েলফেয়ার ডাইরেক্টরেটও বিষয়টি জানাজানি হওয়ার পর প্রবল অস্বস্তিতে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে ডাইরেক্টরেটের অফিসারদের নির্দেশ দেওয়া হয় প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে এই নির্দেশ মেনে চলা বাধ্যতামূলক করতে হবে এবং এ সংক্রান্ত রিপোর্টও তলব করা হয়। ডাইরেক্টরেটের নির্দেশমতো, ডিস্ট্রিক্ট মাইনরিটি ওয়েলফেয়ার অফিসাররা মাদ্রাসাগুলিকে সঙ্গে সঙ্গে

বিষয়টি জানিয়ে দেন। প্রধানমন্ত্রীর ছবি টাঙানো যে বাধ্যতামূলক তাও বলেন তারা। তবে দেরাদুনের ডিসট্রিক্ট মাইনরিটি ওয়েলফেয়ার অফিসার একথাও বলেন যে, সমস্ত সরকার পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর ছবি টাঙানো বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এখন তারা যদি ধর্মের অজুহাতে সেই ছবি টাঙাতে না চায় তবে কাউকেই বাধ্য করা যায় না।

যদিও ইতিমধ্যেই মাদ্রাসা এডুকেশন বোর্ড তাদের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগকে ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দেয়। ইউএমইবি-র এক মুখপাত্র বলেন, ইসলাম অনুসারে মাদ্রাসার প্রার্থনাকক্ষে কোনও জীবন্ত মানুষের ছবি রাখা যায় না। কিন্তু মাদ্রাসার অন্য যে কোনও জায়গায় প্রধানমন্ত্রীর ছবি টাঙানো যেতে পারে। এ নিয়ে অহেতুক জলঘোলা হচ্ছে।

ইউএমইবি-র ওই মুখপাত্রের এই মন্তব্যের পর একটি মাদ্রাসার শিক্ষক দাবি করেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে এই বিষয়টিকে কেন্দ্র করে অযথা রাজনৈতিক রং দেওয়া হচ্ছে। কোনও মাদ্রাসাই প্রধানমন্ত্রীর ছবি টাঙাতে অস্বীকার করেনি। মুখ্যমন্ত্রীও বলেন, মাদ্রাসাগুলি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। তাদের উচিত নয় প্রধানমন্ত্রীর ছবি টাঙানো নিয়ে কোনওরকম আপত্তি করা। বিষয়টি ভারতীয় আঙ্গিকে তাদের দেখা উচিত। প্রসঙ্গত, গত বছর স্বাধীনতা দিবসের ঠিক পরেই রাজ্য সরকার সব সরকারি অফিসে প্রধানমন্ত্রীর ছবি টাঙানো বাধ্যতামূলক বলে নির্দেশ দেয়।

শশী থারুরের ইংরেজি বাক্যেও থাকতে পারে ব্যাকরণগত ভুল, দাবি সুহেলের

নয়াদিল্লি, ৭ জানুয়ারি : শশী থারুর একসময় রাষ্ট্রপুঞ্জে ভারতের স্থায়ী প্রতিনিধি ছিলেন। সে সময় থেকেই তাঁর তুখোড় ধ্রুপদী ইংরেজির জন্য নজর কাড়েন শশী। কংগ্রেস নেত্রী সোনিয়া গান্ধি শশীকে দলে যোগ দেওয়ার আমন্ত্রণ জানান। স্থায়ী প্রতিনিধির পদ ছেড়ে শশী যোগ দেন কংগ্রেসে। তারপর কেন্দ্রে মন্ত্রী হয়েছেন, কিন্তু দল শশীকে ছাড়েনি। সম্ভবত এর পিছনে রয়েছে শশীর তুখোড় ইংরেজি জ্ঞান এবং বাক্‌বৈদগ্ধ। সম্প্রতি শশীর ট্যুইটকরা ইংরেজি নিয়ে রীতিমতো হইচই পড়ে যায়। অনেকেই জানান, শশীর লেখা উদ্ধার করতে তাদের সবসময় অভিধান নিয়ে বসতে হয়। কিন্তু সেই শশী থারুরের ট্যুইটেই এবার ব্যাকরণগত ভুল ধরলেন বিশিষ্ট লেখক ও সোশ্যাল কমেন্টেটর সুহেল শেঠ। তিনি একটি ব্যঙ্গ ট্যুইট করেন, যাতে ২০টি শব্দ রয়েছে। আর এর মধ্যেই রয়েছে রহস্য। বাক্যের প্রথম শব্দটিতে রয়েছে একটিমাত্র অক্ষর, দ্বিতীয় শব্দটিতে দু'টি অক্ষর রয়েছে অনেকটা দূরে দূরে। তৃতীয় শব্দে রয়েছে তিনটি অক্ষর এবং ২০তম শব্দে রয়েছে ২০টি অক্ষর। কিন্তু এভাবে রহস্য সৃষ্টিকরতে চাইলেও ব্যাকরণগত ভুল রয়েছে বলে দাবি করেছেন সুহেল।

পাক সীমান্তে নাগরিকদের বাঁচাতে বাঙ্কার গড়তে চলেছে নরেন্দ্র মোদী সরকার

নয়াদিল্লি, ৭ জানুয়ারি : পাকিস্তানের গোলাগুলির হাত থেকে সীমান্তের বাসিন্দাদের বাঁচাতে জম্মু ও কাশ্মীরে ১৪ হাজারেরও বেশি বাঙ্কার বানাতে চলেছে কেন্দ্রীয় সরকার। উল্লেখ্য, পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের সীমান্ত ৩৩২৩ কিলোমিটার। এর মধ্যে জম্মু ও কাশ্মীরে নিয়ন্ত্রণরেখার দৈর্ঘ্য ৭৪০ কিলোমিটার এবং আন্তর্জাতিক সীমান্ত ২২১ কিলোমিটার। সীমান্তের বাসিন্দারা বহুদিন ধরেই এই ধরনের আশ্রয়ের দাবি জানাচ্ছিলেন। গত বছর ভারতীয় জওয়ানদের সার্জিকাল স্ট্রাইকের পর পাক সেনাদের গোলাগুলির পরিমাণ আরও বেড়ে গিয়েছে। তারা এবার ভারতীয়দের বসতি লক্ষ্য করে গুলি ছুড়তে আরম্ভ করেছে। সংঘর্ষ বিরতি চুক্তি লঙ্ঘন করে পাক সেনার গুলিতে ১৯ জন ভারতীয় সেনা, ১২ জন সাধারণ নাগরিক এবং ৪ বিএসএফ কর্মীর মৃত্যু হয়েছে। এই অবস্থায় বাঙ্কার তৈরি করে সীমান্তের বাসিন্দাদের নিরাপত্তা দেওয়ার পথে হাঁটল কেন্দ্র।

রাজনৈতিক তহবিল গঠনে স্বচ্ছতা আনবে নির্বাচনী বন্ড : জেটলি

নয়াদিল্লি, ৭ জানুয়ারি : নির্বাচনী বন্ডের স্কিমকে সমর্থন করে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি রবিবার বলেছেন, মূলত রাজনৈতিক তহবিল গঠনের বিষয়টিতে স্বচ্ছতা আনাই এই বন্ড বাজারে আনার উদ্দেশ্য। প্রসঙ্গত, সব দলকেই যেভাবে অর্থসাহায্য করা হয়, তাতে শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীরা কালো টাকাকে সাদা করেন বলে দীর্ঘদিন ধরে অভিযোগ উঠছে। সেই অভিযোগের অবসান ঘটাতেই নরেন্দ্র মোদী সরকার বাজারে আনছে নির্বাচনী বন্ড। এ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য আগেই জানিয়েছে সরকার। জেটলি রবিবার এই বন্ড সম্পর্কে বলতে গিয়ে দাবি করেন, ভারতের মতো দেশে রাজনৈতিক তহবিল গঠনে আরও স্বচ্ছতা আনতে এবং এই বিষয়টিকে শক্তিশালী করে তুলতে সকলের সব পরামর্শই গ্রহণ করা হবে।

জেটলি আরও বলেছেন, অর্থদাতারা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার বিভিন্ন নির্দিষ্ট শাখা থেকে এই নতুন নির্বাচনী বন্ড কিনতে পারবেন। যে রাজনৈতিক দলগুলির নামে এই বন্ড কেনা হবে, তারা সুনির্দিষ্ট ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্ট থেকে বন্ড ভাঙিয়ে নিতে পারবেন। প্রসঙ্গত, সরকার আগেই দাবি করেছে, নির্বাচনী বন্ড রাজনৈতিক দলগুলির তহবিলে নগদ অর্থ দেওয়ার বিকল্প হিসেবেই ব্যবহার করা হবে। চারটি

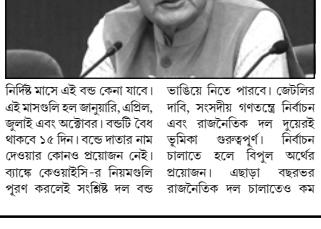

নির্দিষ্ট মাসে এই বন্ড কেনা যাবে। এই মাসগুলি হল জানুয়ারি, এপ্রিল, জুলাই এবং অক্টোবর। বন্ডটি বৈধ থাকবে ১৫ দিন। বন্ডে দাতার নাম দেওয়ার কোনও প্রয়োজন নেই। ব্যাঙ্কে কেওয়াইসি-র নিয়মগুলি পূরণ করলেই সংশ্লিষ্ট দল বন্ড ভাঙিয়ে নিতে পারবে। জেটলির দাবি, সংসদীয় গণতন্ত্রে নির্বাচন এবং রাজনৈতিক দল দুয়ের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। নির্বাচন চালাতে হলে বিপুল অর্থের প্রয়োজন। এছাড়া বছরভর রাজনৈতিক দল চালাতেও কম অর্থের প্রয়োজন হয় না। জাতীয় দলগুলিকে সারা দেশেই দলের শাখা খুলতে হয়। সর্বক্ষণের কর্মীদের বেতন, যাতায়াত খরচ, এস্টাব্লিশমেন্ট খরচ চালানো ছাড়াও নিয়মিত রাজনৈতিক দলগুলিকে আরও অনেক খরচ করতে হয়। এছাড়া গণতান্ত্রিক পরিকাঠামোতে প্রতি বছরই কোনও না কোনও রাজ্যে নির্বাচন হয়ে থাকে। ফলে বিপুল অর্থের প্রয়োজন হয়। কিন্তু এই অর্থ যাতে স্বচ্ছতার সঙ্গে দলগুলি গ্রহণ করতে পারে সেজন্য নির্বাচনী বন্ডের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। রাজনৈতিক দলের তহবিল গঠন দাতাদের অর্থের উপরই চিরকাল নির্ভরশীল।

জয়পুরে মকর সংক্রান্তি উৎসবের আগে শুরু হয়েছে ঘুড়ি উৎসব। ঘুড়িতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মুখ যেমন রয়েছে, তেমনই রয়েছে নানা ধরনের কার্টুনও।